দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

014

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন

শিক্ষা শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সকল ক্ষমতাকে বিকশিত করে। সামর্থ্য ও প্রবণতানুসারে তার সামনে সাফল্যের সকল দ্বার উন্মোচিত হয়। শিক্ষা থেকেই সৃষ্টি হয় কর্ম প্রেরণার যা উন্নয়নের জন্য একটি বিরল গুণ। উন্নত দেশগুলোতে প্রায় সব মানুষই শিক্ষিত বিধায় সে সকল দেশে কর্ম প্রেরণা খুব বেশী। আর এ জন্যই সে সকল দেশের জনগণ খুব বেশী কর্মঠো ও পরিশ্রমী। বিশ্বের মানচিত্রে এরাই সাফল্যের অধিকারী। বস্তুতঃ আজকের এ দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে অলস কর্মবিমুখ জাতির কোন ঠাই নেই।

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জনপদ। এর শতকরা ৮০ ভাগ লোকই কৃষিতে নিয়োজিত। এ দেশের শতকরা ৭৪ ভাগ লোক নিরক্ষর এবং কৃষিজীবীদের শতকরা ৮৫ ভাগ লোকই লেখাপড়া জানে না। শিক্ষার অভাবে এবং কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি রপ্ত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে, আমাদের মতো দেশ কৃষিপ্রধান দেশ হয়েও খাদ্য ঘাটতিতে কৃষি উন্নয়ন হয় ব্যাহত। একথা সত্য যে, কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল, অর্থনীতিতে উন্নয়নের নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত কৃষির উপর ভর করে এগুতে হবে। কৃষিখাতের আয় দিয়েই এর যথাযথ উন্নয়ন সাধন করে কৃষিজ উদ্বৃত্ত দিয়ে শিল্পায়নের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

আর এ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্যে কৃষকদেরকে সর্বাগ্রে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। জাপান এককালে আমাদের মতোই কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল দেশ ছিলো। মাথাপিছু কৃষি জমিও সেখানে আমাদের চেয়ে খুব একটা বেশী নেই। অথচ এরা আজ পৃথিবীতে উন্নয়নের শীর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এদের একরপ্রতি কৃষিজ উৎপাদন আমাদের চেয়ে ৩/৪ গুণ বেশী। এর মূলে আছে জাপানী কৃষকদের শিক্ষা। আমাদের দেশে আবাদী জমির পরিমাণ পূর্বের চেয়ে অনেক হ্রাস পেয়েছে। অথচ লোকসংখ্যা বেড়েছে বহুগুণে। ফলে, ছোট এক ফালি জমিতেই অতি নিপুণভাবে চাষ করে সারা বছরের খোরাক জোগাতে হবে। তজ্জন্য চাই কৃষকদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ। কারণ, এছাড়া উৎপাদনের উপাদান চতুষ্টয়ের 'স্বল্প খরচ অথচ বেশী ফলন' সম্মিলন ঘটানো এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব নয়। আর কৃষি উন্নয়ন আমাদের জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে এর ধারা প্রবাহকে সজীব ও সচেতন রাখতে হলে দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতেই হবে। এদের থেকে উদ্ভূত শ্রমশক্তির সুষ্ঠু বিনিয়োগের মধ্যেই জাতীয় কল্যাণের ভিত নিহিত আছে।

শিক্ষা অভাবের অনুভূতি জাগায়, অভাব মোচনের সহজ পদ্ধতি ও সাথে সাথে উদ্ভাবন করতে শেখায়। কাজেই, যতোক্ষণ না মানুষের উন্নয়ন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা যাবে, অভাববোধ ও অভাব মোচনের আগ্রহ জন্মানো না যাবে ততোক্ষণ উন্নয়নের কথা ভাবা অর্থহীন। শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এক্ষেত্রে আমরা সমবায়ের মতো উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার কথা ভাবতে পারি। এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নের পথে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে। অথচ আমাদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার জন্যে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নিরক্ষরতাই গ্রামীণ দারিদ্র্যতাকে ব্যাপকতর করতে সাহায্য করছে। জ্ঞান ও উদ্যোমের অভাবে আমরা সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদকে উপেক্ষা করছি। উল্লেখ্য, কৃষিতে নিয়োজিত মৌসুমী বেকারেরা কৃষিতে বোঝা হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। অথচ অলস সময়ে এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে একটা না একটা কুটির শিল্পের কাজে নিয়োজিত হতে পারে। এতে এদের অবস্থারও উন্নতি হবে এবং দেশও উপকৃত হবে। জাপান আজকে শিল্পোন্নত দেশসমূহের অন্যতম।

এর শিল্পোন্নতির মূলে রয়েছে কুটির শিল্প। কাজেই, জীবন সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞান আমাদের চোখ খুলে দিতে পারে। আমরা কি করছি, আমাদেরকে কি করতে হবে— তা শিক্ষার আরশিতে মূল্যায়ন করতে পারবো। এভাবেই জাতীয় সমৃদ্ধি আসবে। গ্রামীণ মানুষের আত্মপ্রত্যয় ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে ভাগ্যোন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হবে।

'নিরক্ষর নিরক্ষরের জন্ম দেয়'— একথাটি একটি স্বীকৃত সত্য। দেশের বেশীর ভাগ মা-বাবা নিরক্ষর বিধায় এদের কাছে শিক্ষার মূল্যবোধ নেই। এরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এদের সাথে ক্ষেতে-খামারে ও গৃহস্থালী কাজে সহকর্মী করে আপাতঃ সুবিধাটাকে বড় করে দেখে। ছেলেমেয়েদেরকে নিরক্ষর বানিয়ে অথর্ব করে তোলে। এ সকল মা-বাবাকে বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নইলে বংশ পরম্পরায় এ সকল দরিদ্র পরিবার নিরক্ষরই থেকে যাবে এবং এর প্রতিক্রিয়া জাতীয় উননয়নকে পিছু টানবে।

উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা স্থবির অবস্থা হতে গতিশীল অবস্থায় রূপান্তর করে। আর এ গতিময়তার জন্যে একটা জাতির ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

—মোঃ আবদুস সাত্তার